Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিযিক

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বাবলী আক্তার বিথী

রোলঃ 227020968228

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিযিক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বাবলী আক্তার বিথী

রোলঃ 227020968228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রিযিক " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে বাবলী আক্তার বিথী, আইডিঃ 227020968228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " রিযিক " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Bably Akter Bithi

(স্বাক্ষর)

বাবলী আক্তার বিথী

আইডিঃ 227020968228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

রিযিক কি? 5

রিযিকের প্রকারভেদ 6

রিযিক ও বরকত 7

বরকতের বাস্তবতা 8

বরকতময় কর্ম 9

বরকতময় জীবন লাভের উপায় 11

খাদ্য-খাবারে বরকত অর্জনের পন্থা 15

রিযিকে বরকত অর্জনের পন্থা 16

জীবিকা থেকে বরকত দূরীভূত হওয়ার কারণ 17

কী করলে রুযী কমে? 22

যে চৌদ্দ আমলে রিজিক বাড়ে 30

রিযিকের জন্য কিছু দুআ 37

রিযিক কি?

রিযিক' (رزق) আরবি একটি শব্দ, যার অর্থ — যা কিছু আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টি জীবদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তাদের জীবিকা, উপকার বা কল্যাণ হিসেবে।

এটি শুধু অর্থ বা খাবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। রিযিক মানে — জীবনের প্রতিটি আশীর্বাদ, প্রতিটি সুবিধা, এমনকি প্রতিটি পরীক্ষাও।

কখনও রিযিক আসে অর্থের মাধ্যমে, কখনও স্বাস্থ্য, জ্ঞান, সম্পর্ক, ভালোবাসা কিংবা প্রশান্তির রূপে। কখনও একটি হাসি, একটি সৎ বন্ধু, কিংবা ভোরের তাজা বাতাসও রিযিক।

রিযিক এমন কিছু যা আমাদের উপকারে আসে অথবা কোনো ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। তাই রিযিকের সঠিক অর্থকে একক কোনো অনুবাদে বাঁধা যায় না।

আল্লাহ তাআলা নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন "আর-রাযিক" (الرَّازِق) ও "আর-রাজ্জাক" (الرَّزَّاق) নামে — অর্থাৎ, "রিযিকদাতা" ও "অবিরাম রিযিকদাতা।"

কুরআনে রিযিক শব্দটি ১২৩ বার এসেছে, এবং প্রত্যেকবারই আল্লাহ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে — রিযিক কেবল তাঁর পক্ষ থেকেই আসে।

> "নিশ্চয়ই আল্লাহই হলেন অবিরাম রিযিকদাতা, অতি শক্তিশালী, সর্বাপেক্ষা দৃঢ়।"

— সূরা আয-যারিয়াত (৫১:৫৮)

> "এবং নিশ্চয়ই আল্লাহই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।"

— সূরা আল-হাজ্জ (২২:৫৮)

'আর-রাযিক' মানে যিনি রিযিক দেন, আর 'আর-রাজ্জাক' মানে যিনি অসীমভাবে, অবিরতভাবে রিযিক বিলিয়ে দেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে — এমনকি সেইসব সৃষ্টিকেও, যারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

রিযিক মানে কেবল আমাদের পেটে যাওয়া খাদ্য নয়,
বরং আমাদের হৃদয়ে জন্ম নেওয়া তৃপ্তিও রিযিক।
রিযিক মানে শুধু যা আমরা হাতে পাই তা নয়,
বরং যা আমাদের ভালো রাখে, উপকারে আসে, শান্তি দেয় — সবই রিযিক।

রিযিকের প্রকারভেদ

রিযিক চার প্রকার:

(ক) রিযিকে মাজমুন: যা খেয়ে মানুষ মোটামুটিভাবে বেঁচে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যে রিযিকের জিম্মাদারি নিয়েছেন, এটিই ঐ শ্রেণীর রিযিক। যুক্তি ও শরীয়তের প্রমাণাদি অনুযায়ী ঐ শ্রেণীর ব্যাপারেই আল্লাহর উপর ভরসা করা ওয়াজিব।

(খ) রিযিকে মাকসুম: এটা হলো সেই রিযিক; যা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের জন্য বণ্টন করে দিয়েছেন এবং লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। যার জন্য যতটুকু নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে, তার থেকে এতটুকু মাত্র কম বেশি হবে না। এমনকি যখন যা যার পাওয়ার তার থেকে এতটুকু মাত্র আগে-পরেও হবে না। একেবারে সুনির্দিষ্ট সময় মোতাবেক পরিমাণ মত যারটা সে পেয়ে যাবে। রাসূলে করীম (সা.) বলেন- 'রিযিক লিপিবদ্ধ রয়েছে, সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার কিছু নেই। কোনো পুণ্যবানের পুণ্য তা কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না এবং কোনো অসদাচারীর অন্যায় কাজ তা কিছু কমাতে পারবে না।'

(গ) রিযিকে মামলুক: এটি ঐ ধরনের রুজি; যা বান্দা তার কর্ম দ্বারা দুনিয়াবী রিযিকের একটি অংশের অধিকার লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন- "আনফিকু মিম্মা রাযাকুনাকুম" অর্থাৎ আমি তোমাদের যে রিযিকের মালিক করেছি তা থেকে খরচ কর।

(ঘ) রিযিকে মাওউদ: আল্লাহ তা'আলা তার মুত্তাকী (খোদাভীরু) বান্দার জন্য তাকওয়ার শর্ত সাপেক্ষে নিশ্চিতভাবে বিনা চেষ্টায় যে রিযিক দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত থাকতে পথ খুলে দেন এবং তাকে অভাবনীয়ভাবে রিযিক প্রদান করেন।"

রিযিক ও বরকত

কল্যাণের উপস্থিতি, তার স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতাকে বলা হয় বারাকাহ বা বরকত। ইমাম রাগিব ইস্পাহানি রহ.-এর মতে

البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء

বারাকাহ বা বরকত বলা হয় ওই জিনিসকে যাতে মহান আল্লাহর কল্যাণ নিহিত থাকে। (মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন : ১/৮৩)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বরকতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যার জীবনে বরকত নেই, সে সারা দুনিয়ার সম্পদের মালিক হলেও শান্তি বা নিশ্চিন্তি পায় না। এমন জীবন সুখহীন, উৎকণ্ঠাপূর্ণ এবং দুনিয়ার দুঃখে ভরা হয়। বরকত থাকলে জীবন শান্তিময়, সুখ-শান্তিতে ভরপুর হয়। এটি হায়াত, সময়, সম্পদ এবং প্রতিটি কাজের মধ্যে দৃশ্যমান হয়।

এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা দীর্ঘ জীবন পেয়েছেন কিন্তু তাদের ধন, সন্তান বা ইবাদতে কোনো বরকত নেই। আবার অনেকে সামান্য সম্পদে বা সীমিত সময়ে পরিশ্রম করে এমন ফল পান যা তাদের জীবনে বরকতের কারণে অত্যন্ত কল্যাণময় হয়ে ওঠে। এটি প্রমাণ করে যে শুধু রিযিক থাকা যথেষ্ট নয়; বরকত থাকলে তা প্রকৃতভাবে কল্যাণময় ও ফলপ্রসূ হয়।

রিযিক ও বরকতের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বরকত রিযিকের গুণগত মান ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ, একজনের কাছে যদি সামান্য খাবার থাকে, কিন্তু আল্লাহ্‌র বরকত থাকলে তা পুরো পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়। আবার বরকত না থাকলে অনেক রিযিক থাকলেও তা তুচ্ছ বা অপ্রতুল মনে হতে পারে। বরকতের মাধ্যমে রিযিক শুধু বৃদ্ধি পায় না, বরং তা কল্যাণময় ও শান্তিময় হয়ে ওঠে।

এভাবে বলা যায়, রিযিক হলো জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ, আর বরকত হলো সেই রিযিকে আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ যা তার পরিমাণ, মান ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। বরকত থাকলে সামান্য রিযিকও প্রচুর ও কল্যাণময় হয়। তাই একজন মুসলিমের জন্য রিযিকের পরিমাণের সাথে বরকতের গুরুত্ব বোঝা এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে বরকত কামনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বরকতের বাস্তবতা

রাসূল-এর ঘটনা:

একদা খন্দকের যুদ্ধে রাসূল (সা.) প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাঁর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট ছিল। জাবির বিন আব্দুল্লাহ বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আড়াই কেজির মতো যবের আটা ছিল। তা দিয়ে রুটি বানানোর সিদ্ধান্ত হলো। বাড়িতে পোষা ছোট একটা দুম্বা/ছাগল ছিল তা জবাই করলেন। গোশত রান্না করতে দিয়ে তিনি চুপে চুপে রাসূল- (সা.) এর কাছে গেলেন এবং খাবার সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূল সাথে সাথে সকল ছাহাবীকে দাওয়াতের খবর দিলেন এবং জাবির বিন আব্দুল্লাহকে বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত চুলা থেকে গোশতের হাড়ি নামাবে না এবং রুটি তৈরি করবে না। রাসূল (সা.) তার বাড়িতে পৌছে রুটিতে তাঁর থুথু মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন এবং গোশতের হাড়িতেও তাঁর থুথু মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তিনি চুলা থেকে পাতিল নামাতে নিষেধ করলেন এবং চুলা থেকেই গোশত বিতরণ করতে নির্দেশ দিলেন। সেই দিন ছাহাবীদের সংখ্যা প্রায় ১০০০ ছিল। হাদীছের রাবী জাবির (রা.)বলেন, 'আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, তারা সকলেই খাওয়া শেষ করে ফিরে গেলেন আর আমাদের পাতিল ঐভাবেই ফুটছিল যেমন ছিল আর আমাদের আটা থেকে রুটি বানানো যাবে যেমন ছিল। তথা ১ হাজার মানুষ খাওয়ার পরেও গোশত ও রুটি যেমন ছিল তেমনই আছে' (ছহীহ বুখারী, হা/৪১০২)।

আবু হুরায়রা-এর ঘটনা:

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলের (সা.) নিকট কিছু খেজুর নিয়ে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট আমার জন্য এই খেজুরে বরকতের দু'আ করুন! আল্লাহর রাসূল (সা.) খেজুরগুলোকে তাঁর সামনে সাজিয়ে রাখলেন এবং দু'আ করলেন। তারপর বললেন, এই খেজুরগুলোকে একটা ব্যাগে রাখো। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে বের করবে, কোনো সময় ব্যাগটা ঝেড়ে খেজুর বের করবে না। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি সেখান থেকে এক ওয়াসাক্ব (এক ওয়াসাক্ব = ১৫০ কেজি) খেজুর আল্লাহর রাস্তায় দান করেছি এবং আমরা সেখান থেকে নিজে খেতাম, অন্যকে খাওয়াতাম। আর আমি সব সময় ব্যাগটিকে নিজের কোমরে বেঁধে

রাখতাম। অতঃপর যখন ওছমান নিহত হলেন ব্যাগটি আমার কোমর থেকে খুলে পড়ে গেল (মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৬১৩, সনদ হাসান)।

বরকতময় কর্ম

অনেক কাজ আছে যা মহান আল্লাহর বরকত অর্জনে সহায়ক। যেমন-

বিসমিল্লাহ বলা:
আমরা দুনিয়াতে যত ছোট থেকে ছোট এবং বড় থেকে বড় কাজ করি না কেন, সেই কাজ সম্পাদনের শক্তি মহান আল্লাহই আমাদের দিয়েছেন। তিনি চাইলে আমরা মেডিকেলের বেডে শুয়ে থাকতাম। তাই প্রতিটি কাজ শুরু করার পূর্বে সেই মহান সত্তাকে স্মরণ করা বিবেকের দাবী। প্রত্যেক যে কাজ মহান আল্লাহকে স্মরণ করা ছাড়াই শুরু হয়, তাতে বরকত থাকে না।

আপনি খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বললেন আপনার খাবারে বরকত হবে। অল্প খাবারে পেট ভরবে। পেট না ভরলেও শরীরে দুর্বলতা আসবে না। পেট খারাপ হবে না। যেভাবেই হোক বরকত হবে। রাসূল (সা.) বলেন,
'যখন কোনো ব্যক্তি তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। যখন কোনো ব্যক্তি খাবারের সময় মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। তখন (ইবলীস) শয়তান তার চামচাদের ডেকে বলে এই বাড়িতে তোমাদের থাকাও নাই খাওয়াও নাই' (মুসলিম, হা/৫৩৮১)।
এমনকি স্ত্রী সহবাসের সময়ও আল্লাহর রাসূল (সা.) বিসমিল্লাহ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এতে করে সন্তান বরকতময় হবে।

মহান আল্লাহ্ নাম স্মরণ করা:
আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে স্মরণ করেন। কিন্তু সে যে আপনাকে স্মরণ করে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। আপনার এত ভালোবাসা এত স্মৃতিকাতরতা সব বৃথা যেতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ বলছেন,
'তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব' (বাক্বারাহ, ১৫২)।

ইউনুস (আ.) মাছের পেটে। মাছ সমুদ্রের গভীর পানিতে। যেখানে সমুদ্রে ডুবার পরে বাঁচার কোনো পথ থাকে না সেখানে আবার মাছের পেটে গেলে তো কোনো কথাই নাই। মহাবিপদে ইউনুস (আ.)। তিনি মহান আল্লাহকে স্মরণ করলেন। তিনি বললেন, তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই, তুমি মহাপবিত্র আর আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত দু'আতে ইউনুস (আ.) আল্লাহর নিকট কিছুই চাননি, শুধুমাত্র তাঁর নাম স্মরণ করেছেন। এতেই মহান আল্লাহ তাকে উদ্ধার করলেন। মাছ তাকে সমুদ্রের পাড়ে উগলে দিল। মহান আল্লাহ কুরআনে বলছেন, 'সে যদি আমার পবিত্রতা বর্ণনা না করত, তাহলে সে মাছের পেটে ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকত' (ছাফফাত, ১৪৩-১৪৪)।

অতএব, মহান আল্লাহকে সব সময় স্মরণ করা উচিত। মহান আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য ৯৯টি নাম রয়েছে। মহান আল্লাহ কুরআনের বহু জায়গায় তাঁর নামকে বরকতময় বলেছেন। তাঁর প্রতিটি নামই বরকতময়। তাঁর ৯৯টি নাম মুখস্থ করত উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে স্মরণ করলে সবকিছুতে বরকতময় হবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআন তেলাওয়াত করা:

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি এই কিতাবকে অবতীর্ণ করেছি যা বরকতময়' (আন'আম, ১৫৫)।

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বই পবিত্র আল-কুরআন। যা মহান আল্লাহর বাণী। সকল বরকত তার থেকেই অবতীর্ণ হয়। সুতরাং বরকত হাছিল করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম তাঁর বাণী পাঠ করা। মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার অবিকৃত বাণী। যে বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, সে বাড়িতে বরকত অবতীর্ণ হবেই হবে ইনশাআল্লাহ। আপনি বিসমিল্লাহ বলে দোকান খুলুন। দোকান খুলে সবার আগে কুরআন তেলাওয়াত করুন। ব্যবসায় বরকত হবে ইনশাআল্লাহ। বাড়িতে পরিবারসহ সকাল-সন্ধ্যা কুরআন তেলাওয়াত করুন। পরিবারে বরকত হবে ইনশাআল্লাহ।

একত্রে খাবার খাওয়া:

আরব বিশ্বের প্রচলিত রেওয়াজ বড় প্লেটে ৪-৫ জন একসাথে গোল হয়ে বসে খাবার খাওয়া। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী আলাদা আলাদা প্লেটে সবাই আলাদা ভাত-

তরকারী নিয়ে খায়। আল্লাহ্ রাসূল বলেছেন হয়। তিনি বলেন, 'তোমরা একসাথে খাও! বিচ্ছিন্নভাবে খেয়ো না। কেননা জামা'আতের সাথে বরকত থাকে। এক জনের খাবার দুই জনের হয়, দুই জনের খাবার তিন-চার জনের জন্য যথেষ্ট হয়' (সিলসিলা ছহীহা, হা/২৬৯১)।

যমযমের পানি পান করা:

নির্জন মরুভূমিতে ইসমাঈল আলাইহি ও তাঁর মায়ের খাবার হিসাবে আল্লাহ এই পানি পাঠিয়েছিলেন। এই পানি বরকতময়। রাসূল (সা.) বলেন, 'নিশ্চয় এই পানি বরকতময় এবং খাদ্যের উপযুক্ত খাবার। তথা খাবার খেয়ে যেমন মানুষ পরিতৃপ্ত হয়, এই পানি পান করেও মানুষ তেমনি পরিতৃপ্ত হবে' (মুসলিম, হা/৬৫১৩)।

শুধু তাই নয়; যমযমের পানি যেই আশায় পান করা হয় মানুষের সেই আশা পূরণ হয়।

রাসূল (সা.)বলেন, 'যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট' (ইবনে মাজাহ, হা/৩০৬২)।

বরকতময় জীবন লাভের উপায়

‘বরকত’ অর্থ হল কল্যাণ ও প্রাচুর্য। কোন জিনিসে বরকত হওয়ার অর্থ হল, সে জিনিসের মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তায় প্রাচুর্য সাধন ও তার স্থায়িত্ব লাভ। অর্থাৎ কোন জিনিসের ইতিবাচক দিকের গুণগত মান বৃদ্ধি পাওয়াই হচ্ছে সেই জিনিসের বরকত। যেমন টাকা-পয়সার বরকত হওয়ার অর্থ, টাকা-পয়সা মঙ্গল ও কল্যাণের পথে ব্যবহৃত হওয়া। যে কাজে টাকা-পয়সা ব্যয়িত হবে সে কাজের মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তায় প্রাচুর্য সাধিত হওয়া এবং তার মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তা স্থায়িত্ব লাভ করা। টাকা-পয়সায় বরকত হওয়ার অর্থ পরিমাণে টাকা-পয়সা বেড়ে যাওয়া নয়। তবে কখনো সেভাবেও বরকত সাধিত হতে পারে। খাদ্য-খাবারে বরকত হওয়ার অর্থ খাদ্য-খাবার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তা অর্জিত হওয়া এবং সেই মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তার স্থায়িত্ব লাভ করা। জীবনের বয়সে বরকত হওয়ার অর্থ মঙ্গলময় ও

কল্যাণময় কাজে জীবনের সময় ব্যয়িত হওয়া এবং অল্প সময়ে অনেক ভাল কাজ করতে পারা। এভাবে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে বরকত সাধিত হতে পারে, বরকতময় জীবন গড়ে উঠতে পারে যদি আমরা বরকতময় জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নির্দেশিত কুরআন-হাদীসের পন্থাসমূহ অবলম্বন করি। নিম্নে জীবনের বেশ কিছু দিকের বরকত অর্জন করার কুরআন-হাদীস নির্দেশিত পন্থাসমূহ উল্লেখ করা হল।

জীবনের সময়ে বরকত অর্জনের পন্থা

জীবনের সময়ে বরকত অর্জিত হয় নেক আমলের দ্বারা। যে যত বেশি নেক আমল করবে, তার জীবনে তত বেশি বরকত হবে। হযরত ছাওবান রা. কতৃর্ক বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নেককাজ ব্যতীত অন্য কিছু বয়সকে বাড়াতে পারে না। দুআ ব্যতীত অন্য কিছু ভাগ্যকে ফেরাতে পারে না, আর মানুষ তার কৃতপাপের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়" -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৯০; তিরমিযী, হাদীস ২১৩৯

ব্যাখ্যা : দুআ দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন হয়, তা ভাগ্যকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে -এ কথার অর্থ হল, যে ভাগ্য সম্পর্কে লেখা আছে যে, দুআ করা হলে তা পরিবর্তন হবে, সেগুলোরই পরিবর্তন হয়, নতুবা ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না।

তদ্রূপ বয়স বাড়ার ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যা এই যে, যদি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এরূপ লেখা থাকে যে, অমুক নেক আমল করলে বয়স বৃদ্ধি পাবে, সেক্ষেত্রে সেই নেক আমল দ্বারা তার বয়স বৃদ্ধি পাবে কিংবা এখানে বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার দ্বারা বয়সের মধ্যে বরকত হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। নেক আমল দ্বারা যিন্দেগির সময়ে বরকত হয়ে থাকে।

মুস্তাদরাকে হাকিমের এক রেওয়ায়াতে আছে, যারা পিতা-মাতার খেদমত করে তাদের বয়সেও আল্লাহ তাআলা বরকত দান করেন।

সম্পদে বরকত অর্জনের পন্থা

সম্পদে বরকত অর্জিত হয় দান সদকা দ্বারা। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করলে, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করলে, দ্বীনের কাজে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদে বরকত হয়। এতে সম্পদ কমে না; বরং বাড়ে। এর বিপরীতে অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করলে সে সম্পদে আল্লাহ পাক বরকত দেন না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ.

অর্থাৎ সুদকে আল্লাহ মোচন করে দেন আর দানসদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। -সূরা বাকারা : ২৭৬

হযরত আবু হুরায়রা রা. কতৃর্ক বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘সদকা সম্পদকে হ্রাস করে না। ক্ষমা করার দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইযযত বৃদ্ধি করেন। আর কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাওয়াযু বা বিনয় অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদা উঁচু করে দেন।’ -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৮৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ২০২৯

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় আল্লাহর রাস্তায় দান ও সদকা করা হলে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হলে, ফরজ ব্যয় হোক বা নফল ব্যয় হোক যে পর্যায়ের ব্যয়ই হোক না কেন তার কারণে সম্পদ কমে না; বরং আল্লাহ পাক সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। কখনো সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেন, কখনো সম্পদের বরকত বৃদ্ধি করে দেন। যখন যেভাবে বৃদ্ধি করা আল্লাহ পাক মোনাসিব মনে করেন সেভাবেই বৃদ্ধি করে দেন। এর বিপরীতে যারা সুদ বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, তাদের সম্পদকে আল্লাহ বরকতহীন করে দেন। তাদের সম্পদে বরকত হয় না । সম্পদ দ্বারা যে উদ্দেশ্য- সুখ শান্তি অর্জন করা, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না।

হযরত আবু হুরায়রা রা. কতৃর্ক বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যখনই আল্লাহর বান্দাগণ ভোরে উঠে আকাশ থেকে দুইজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ, দাও তুমি দাতাকে প্রতিদান। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ, দাও তুমি কৃপণকে সর্বনাশ। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৪৪২; মুসলিম, হাদীস ১০১০

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন যে, হে আদমসন্তান তুমি দান কর আমি তোমাকে দান করব। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৬৮৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৯৯৩

ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত অর্জনের পন্থা

ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত হয় সততার দ্বারা। একজন ব্যবসায়ী মিথ্যা বলে অচল মাল চালিয়ে দিলে বা মালের গুণগত মান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সাময়িকভাবে বেশি লাভ করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে ক্রেতা সঠিক তথ্য অবগত হওয়ার পর উক্ত ব্যবসায়ীকে বর্জন করে। ফলে উক্ত ব্যবসায়ী উক্ত ক্রেতা থেকে ভবিষ্যতে আরও বহু দিনে যেসব লাভ অর্জন করতে সক্ষম হত তা থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে সততা বর্জনের কারণে সে বঞ্চিত হয়। এটাই হল তার বরকত মোচন। ক্রেতাও অসততার ফলে বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। বোখারী শরীফে হযরত হাকীম ইবনে হিযাম রা. কতৃর্ক বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তারা (ক্রেতা ও বিক্রেতা) উভয়ে যদি সত্য বলে এবং দোষত্রুটি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে তাহলে তাদের ক্রয়বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং গোপন করে তাহলে তাদের ক্রয় বিক্রয়ের বরকত মোচন হয়ে যাবে।" -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০৭৯

খাদ্য-খাবারে বরকত অর্জনের পন্থা

খাদ্য-খাবারে বরকত অর্জন করার জন্য খাবার শুরু করার পূর্বের্ আল্লাহর নাম নিয়ে ও আল্লাহ কর্তৃক বরকত দানের বিষয়ে দুআ করে খাবার শুরু করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। খাবার সামনে আসলেও এরূপ দুআ রয়েছে। খাবার শুরু করার সময়ও এরূপ দুআ রয়েছে।

খাবার সামনে আসলে “আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীমা রাযাক্বতানা ওয়াক্বিনা আযাবান্নার” দুআটি পাঠ করা সুন্নত। এ দুআটির অর্থ হল, হে আল্লাহ, তুমি আমাদের যে রিযিক দান করেছ, তাতে বরকত দাও। এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। -কিতাবুল আযকার, হাদীস ৬৫০

খাদ্য-খাবার শুরু করার পূর্বে “বিসমিল্লাহি ওয়া বারাকাতিল্লাহ” দুআটি পাঠ করা সুন্নত। এ দুআটির অর্থ হল, আল্লাহর নামে আল্লাহর বরকতের সাথে খাওয়া শুরু করছি।

খাদ্য-খাবারে আরও বরকত হয় একত্রে খাওয়ার দ্বারা। হযরত ওয়াহশী ইবনে হারব্ রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা খানা খাই কিন্তু তাতে তৃপ্তি হয় না যে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সম্ভবত ভিন্ন ভিন্নভাবে খানা খাও? তারা বললেন, জী। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা একত্রে মিলে খানা খাও এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খানা খাও। তাতে তোমাদের খাবারে বরকত দান করা হবে। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৭৬৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩২৮৬

খাদ্য-খাবারে আরও বরকত হয় পড়ে যাওয়া খাদ্যের টুকরা উঠিয়ে (প্রয়োজনে ধুয়ে) খেলে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফায়দা বয়ান করে বলেছেন, “তোমাদের জানা নেই, তোমাদের খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়ে গেছে।” সেমতে হতে পারে, যে অংশ পড়ে গেছে তার মধ্যেই বরকত রয়ে গেছে। অতএব সেটা তুলে খেয়ে নাও।

রিযিকে বরকত অর্জনের পন্থা

রিযিকে বরকত হয় আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার দ্বারা। হযরত আনাস রা. কতৃর্ক বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজ জীবিকার বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।" -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০৬৭ সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৫৭

উল্লেখ্য, রিযিক দ্বারা শুধু খাদ্য-খাবার উদ্দেশ্য নয়; বরং মানুষ জীবনে খাদ্য-খাবার, ধন-সম্পদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, শান্তি-নিরাপত্তা যা কিছুই ভোগ করে সবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

বিবাহশাদীতে বরকত অর্জনের পন্থা

বিবাহশাদীতে বরকত হয় অতিরিক্ত ব্যয় বর্জন করার দ্বারা। শুআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় সে বিবাহ বেশি বরকতময় যে বিবাহে ব্যয় কম।" -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৬১৪৬

সম্প্রতি বিবাহশাদীতে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অপচয় হয়। সেইসাথে গান-বাদ্য, ভিডিও বেপর্দিগী ইত্যাদি বিভিন্ন রকম পাপ কাজ করা হয়। এসব কারণে বিবাহশাদীর বরকত নষ্ট হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে দাম্পত্য জীবনে সুখশান্তি ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়া এই বরকতহীনতারই বহিঃপ্রকাশ।

এভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীভাবে বরকত আসে তা শরীয়তে খুব সুন্দরভাবে নির্দেশিত হয়েছে। এ সবগুলোর মূল কথা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ। এর মাধ্যমেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে বরকত আসে।

জীবিকা থেকে বরকত দূরীভূত হওয়ার কারণ

আল্লাহ মানুষের জীবন ধারণের জন্য রিযিক বা জীবিকা দান করে থাকেন। এটার ভোগ-ব্যবহারের অধিকার মানুষকে দেওয়া হয়েছে। অথচ এই সম্পদের প্রতি মানুষের লোভ সীমাহীন। এর প্রতি তাদের ভালবাসা ও আকর্ষণ অত্যধিক। আল্লাহ বলেন,'মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে তার আসক্তি সমূহকে স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি, স্বর্ণ ও রৌপ্যের রাশিকৃত সঞ্চয় সমূহের প্রতি, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি-পশু ও শস্য-ক্ষেত সমূহের প্রতি। এসবই কেবল পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকটেই রয়েছে সুন্দরতম প্রত্যাবর্তনস্থল' (আলে ইমরান ৩/১৪)। তিনি আরো বলেন,- 'ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য মাত্র। অথচ আখেরাতে চিরস্থায়ী ফলদায়ক সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভুর নিকটে উত্তম হ'ল প্রতিদান হিসাবে এবং উত্তম হ'ল আকাঙ্ক্ষা হিসাবে' (কাহাফ ১৮/৪৬)। রাসূল (ছাঃ)ও সম্পদকে শ্যামল সুমিষ্ট বলে উল্লেখ করেছেন।[1] সম্পদ বা জীবিকা অধিক হ'লেও তাতে বরকত না থাকলে তা মালিকের জন্য তেমন কোন কল্যাণ বয়ে আনে না। আবার সম্পদ বা জীবিকার অধিকারীদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের কারণেও বরকত দূরীভূত হয়ে যায়। নিম্নে জীবিকা থেকে বরকত দূরীভূত হওয়ার কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হ'ল।-

১. পাপাচার : পাপাচারের কারণে জীবিকার বরকত চলে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'স্ব স্ব পাপের কারণে তাদের প্রত্যেককে আমরা পাকড়াও করেছি। তাদের কারু প্রতি আমরা ছোট পাথরসহ প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছি (যেমন লূত সম্প্রদায়ের উপর), কাউকে পাকড়াও করেছে প্রচন্ড নিনাদ বজ্রপাত (যেমন ছালেহ ও শু'আইবের সম্প্রদায়)। কাউকে ধ্বসিয়ে দিয়েছি ভূগর্ভে (যেমন কারূণকে)। কাউকে আমরা ডুবিয়ে মেরেছি (যেমন নূহ ও ফেরাউনের সম্প্রদায়কে)। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করতে চাননি (কেননা তাদের নিকট তিনি আগেই নবী পাঠিয়েছিলেন)। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল' (আনকাবূত ২৯/৪০)। সুতরাং গোনাহের কারণে যেমন মানুষের আযাব-গযব নাযিল হয়, তেমনি জীবিকার বরকত দূরীভূত হয়ে যায়।

২. প্রতারণা ও ধোঁকা : মানুষের সাথে প্রতারণা করলে এবং তাদেরকে ধোঁকা দিলে সম্পদের বরকত চলে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল

করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং (পণ্যের) অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং (পন্যের) দোষ গোপন করে তাহ'লে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়'। পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে তা বিক্রি করা ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার শামিল। যার কারণে সম্পদের বরকত উঠে যায়।

৩. অধিক কসম খাওয়া : মানুষ নিজের কথাকে অন্যের কাছে বিশ্বস্ত করে তোলার জন্য কসম খেয়ে থাকে। প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে অধিক কসম খাওয়া উচিত নয়। মিথ্যা কসম খাওয়া বড় ধরনের পাপ, যার কারণে সম্পদের বরকত চলে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ে অধিক কসম করা হ'তে সাবধান থাক। কেননা নিশ্চয়ই তাতে (মিথ্যা কসমে) বিক্রি বেশী হয় কিন্তু পরে (বরকত) ধ্বংস করে'। তিনি আরো বলেন,، 'মিথ্যা কসমে পণ্য বেশী বিক্রি হয়, কিন্তু বরকত ধ্বংস করে'।

৪. সূদের আদান-প্রদান করা : সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষ সূদ গ্রহণ করে। অথচ সূদের আদান-প্রদানে জীবিকার বরকত দূর হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,'লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে মনে করে তোমরা যে সূদ প্রদান করে থাক, আল্লাহর নিকটে তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে (জান্নাতে) আল্লাহর চেহারা অন্বেষণে তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তারা বহুগুণ লাভ করে থাকে' (রূম ৩০/৩৯)। তিনি আরো বলেন,'আল্লাহ সূদকে নিঃশেষ করেন ও ছাদাক্বায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পসন্দ করেন না' (বাক্বারাহ ২/২৭৬)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, তার পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা'।

৫. অংশীদারদের সাথে মিথ্যা বলা ও খেয়ানত করা : যৌথ ব্যবসায়ে অংশীদারদের সাথে মিথ্যা বলা এবং তাদের সাথে প্রতারণা করা ও আমানতের খেয়ানত করা বরকত দূরীভূত হওয়ার অন্যতম কারণ। কিন্তু মানুষ নগদ লাভের বিবেচনায় অংশীদারকে ঠকিয়ে নিজে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে। অথচ পরিণামে সে নিজের অকল্যাণ ডেকে আনে।

৬. নে‘মতের শুকরিয়া আদায় না করা : মহান আল্লাহ তাঁর অশেষ নে‘মত দ্বারা আমাদের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছেন। রিযিক তাঁর অন্যতম নে‘মত। এসব নে‘মতের শুকরিয়া আদায় না করলে বরকত ও কল্যাণ লাভ করা যায় না। আল্লাহ বলেন, ‘যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তাহ’লে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বেশী বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তাহ’লে (মনে রেখ) নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর’ (ইবরাহীম ১৪/৭)। তিনি আরো বলেন,‘আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। যেখানে প্রত্যেক স্থান থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নে‘মত সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করালেন’ (নাহল ১৬/১১২)।

৭. দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন লোভ : পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট। তারা দুনিয়াকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। তারা কেবল দুনিয়ার জন্য কাজ করে। দুনিয়াকে কেন্দ্র করেই তাদের সার্বিক চিন্তা-ভাবনা। পরকালের বিষয়ে তাদের কোন চিন্তা-চেতনা নেই। পার্থিব সম্পদের প্রতি তাদের লোভ অপরিসীম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘এই সম্পদ শ্যামল সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভসহ তা গ্রহণ করে তার জন্য তা বরকতময় করা হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মত, যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না’। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আমি তোমাদের জন্য এ ব্যাপারেই সর্বাধিক আশংকা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যমীনের বরকতসমূহ প্রকাশিত করে দিবেন। জিজ্ঞেস করা হ’ল, যমীনের বরকতসমূহ কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার চাকচিক্য’। সুতরাং দুনিয়ার প্রতি সীমাহীন লোভে সম্পদের বরকত দূর হয়ে যায়।

৮. কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা : কৃপণতা মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করে। যা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,- ‘তোমরা কৃপণতার ব্যাপারে সাবধান হও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কৃপণতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অর্থলোভ তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা কৃপণতা করেছে। তাদেরকে আত্মীয়তা ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন তারা তাই করেছে এবং তাদেরকে পাপাচারে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে’।

কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতার কারণে ফেরেশতাগণ বদদো‘আ করে থাকেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘প্রতিদিন বান্দা যখন সকাল করে দু’জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন’।

৯. প্রাপ্ত রিযক ও তাক্বদীরের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকা : আল্লাহ বান্দাদের জন্য রিযক বণ্টন করে থাকেন। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত রিযকের প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে তার জীবিকায় বরকত লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঐ রিযকের উপরে সন্তুষ্ট না হ’লে জীবিকার বরকত চলে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,‘আল্লাহ বান্দাকে প্রদত্ত জিনিসের মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তাতে যদি সে সন্তুষ্ট থাকে, তাহ’লে আল্লাহ তাতে বরকত দান করেন এবং তাকে বৃদ্ধি করে দেন। আর যদি সন্তুষ্ট না থাকে তাহ’লে তাতে বরকত দেন না’।

১০. অপচয় ও অপব্যয় : বাজে কাজে বা অপ্রয়োজনে খরচ করা হচ্ছে অপব্যয়। এটা মানুষের এক নিন্দনীয় স্বভাব, যার কারণে তার মধ্যে চৌর্যবৃত্তি, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ, উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি দুশ্চরিত্রতা বিস্তার লাভ করে। এজন্য ইসলাম এথেকে নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন,- ‘তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না’ (আ‘রাফ ৭/৩১)। তিনি আরো বলেন, ‘তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না বা কৃপণতা করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে’ (ফুরক্বান ২৫/৬৭)। অন্যত্র তিনি বলেন, ‘আর তুমি মোটেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞ’ (ইসরা ১৭/২৬-২৭)।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমরা খাও, পান কর, পরিধান কর এবং দান কর, তবে অপচয় ও অহংকার পরিহার করে’। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, ‘যা ইচ্ছা খাও, যা ইচ্ছা পরিধান কর, যতক্ষণ না দু’টো জিনিস তোমাকে বিভ্রান্ত করে- অপব্যয় ও অহংকার’। সুতরাং আয়-ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিমিত খরচ করাই ইসলামের শিক্ষা। পক্ষান্তরে অপচয় ও অপব্যয় করলে সম্পদের বরকত দূর হয়ে যায়।

১১. পরশ্রীকাতরতা : সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা পরের ভাল দেখতে পারে না। অন্যের কল্যাণে চোখ জ্বালা করা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতার নিদর্শন। যাদের মধ্যে এ স্বভাব থাকে তারা কখনও মানসিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। বরং অন্যের উন্নতি দেখে নিজে জ্বলে-পুড়ে মরে। সাহল ইবনে সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল,- 'আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালবাসবেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হও, তাহ'লে মানুষও তোমাকে ভালবাসবে'।

১২. যাকাত প্রদান না করা : যাকাত আদায় করা ফরয। অনেকে এটা জানা সত্ত্বেও তা আদায় করে না। ফলে ইহকালীন ও পরকালীন আযাব-গযব আপতিত হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন জাতি যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুস্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকত তাহ'লে আর কখনো বৃষ্টিপাত হ'ত না'। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যখনই কোন সম্প্রদায় যাকাত প্রদানে বিরত থাকে, আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষে নিপতিত করেন'।

সম্পদের হক হচ্ছে যাকাত প্রদান করা। এ হক প্রদান করলে সম্পদে বরকত হয় অন্যথা বরকত দূরীভূত হয়ে যায়।

১৩. অন্যায় পথে সম্পদ আহরণ করা : হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জন করলে তার বকরত দূরীভূত হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সঙ্গত পন্থায় সম্পদ অর্জন করে তাকে বরকত দান করা হয়। আর যে ব্যক্তি অসঙ্গত পন্থায় সম্পদ অর্জন করে সে এমন ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না'।

কী করলে রুযী কমে?

নিম্নে ধন-সম্পদ কমে যাওয়ার কিছু কারণ আলোচনা করা হলো:

গুনাহ:

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-জাওয়াবুল কাফী'-এর মধ্যে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। যার সারমর্ম হচ্ছে, 'নিশ্চয় গুনাহ মানুষের বয়স, রিযিকু, জ্ঞান, আমল ও আল্লাহ্র আনুগত্যের বরকত কমিয়ে দেয়।

এক বাক্যে বললে বলা যায়, গুনাহ মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কিছুর বরকত কমিয়ে দেয়। এই জন্যই যারা মহান আল্লাহর নাফরমানী করে আপনি তাদের জীবনে, দ্বীনে ও দুনিয়ায় সামান্য পরিমাণ বরকতও দেখতে পাবেন না। আর যমীন থেকে যতটুকু বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তা মানুষের গুনাহের কারণেই উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন, 'জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দ্বার খুলে দিতাম' (আ'রাফ, ৯৬)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'আর তারা যদি সঠিক পথে অবিচল থাকত তাহলে আমি তাদের প্রচুর পরিমাণে পানি পান করাতাম' (জিন, ১৬)।

নিশ্চয় মানুষ তার পাপের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। হাদীছে এসেছে, 'নিশ্চয় জিবরীল আমার অন্তরে ইলহাম করেছেন, কোনো আত্মা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না, যতক্ষণ না তার রিযিক সে পূর্ণ করে। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দরভাবে রিযিক অনুসন্ধান করো। কেননা মহান আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা তার আনুগত্য ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়'।

মহান আল্লাহ সুখ-শান্তিকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁর আস্থা অর্জনের মধ্যে। অপরপক্ষে মহান আল্লাহ দুঃখ-কষ্টকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন তাঁর অসন্তুষ্টির মধ্যে। যেমন ইমাম আহমাদ (রহ.)তার কিতাবু যুহদে একটি আছার এনেছেন যাতে

বলা হয়েছে, 'আমিই আল্লাহ! আমি যখন রাযী থাকি তখন বরকত দিই, আর যখন রাগান্বিত হই তখন অভিশাপ দিই। আর আমার অভিশাপ অধস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত ধরে ফেলে'।

নিশ্চয় মহান আল্লাহর অবাধ্যতা জীবন ও রূযী থেকে বরকত কমে যাওয়ার কারণ। কেননা যারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা করে তাদের দায়িত্ব থাকে শয়তানের উপর। শয়তানই তাদের উপর রাজত্ব করে। সুতরাং প্রত্যেক যা কিছু শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত তাতে বরকত থাকে না।

এই জন্যই তো ইসলামী শরী'আতে খাওয়া, পান করা, পরিধান করা, আরোহন করা, এমনকি স্ত্রী সহবাসের পূর্বেও মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হয়। কেননা মহান আল্লাহর নাম শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়, যার ফলে বরকত লাভ করা যায়। আর প্রত্যেক যে কাজে মহান আল্লাহর নাম থাকে না, তাতে বরকত থাকে না। কেননা যাবতীয় বরকতের একমাত্র উৎস মহান আল্লাহ। প্রত্যেক যা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত তা বরকতময়। তাঁর বাণী কুরআন বরকতময়। তাঁর রাসূল (সা.) বরকতময়। তাঁর ঘর কা'বা বরকতময়। সুতরাং তিনি এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ব্যতীত কোনো বরকত নাই। তাঁর সাথে সম্পৃক্ত মানে ইবাদত ও আনুগত্যের সম্পর্ক। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিজীবের সম্পর্ক নয়। কেননা এই সম্পর্ক ইবলীসের সাথেও আছে তবুও সে অভিশপ্ত। কেননা সে মহান আল্লাহর সৃষ্টিজীব হলেও মহান আল্লাহর সাথে তার কোনো ইবাদত ও আনুগত্যের সম্পর্ক নাই। সুতরাং প্রত্যেক যে ব্যক্তি ইবাদত ও আনুগত্য দিয়ে আল্লাহর যত নিকটে যেতে পারবে, সে বরকত তত বেশি পাবে। আর যে আল্লাহ্র অবাধ্যতা দিয়ে আল্লাহ থেকে যত দূরে চলে যাবে, সে বরকত তত কম পাবে।

মহান আল্লাহ তাঁর শত্রু ইবলীসকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং ইবলীসকে তাঁর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরে করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ইবলীসের রাস্তা যত বেশি অবলম্বন করবে, সে মহান আল্লাহ থেকে তত বেশি দূরে চলে যাবে (ইবনুল কাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ৮৫)।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা:

আবু বাকর রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'পৃথিবীতে দুটি পাপ এমন রয়েছে যার পরকালে জমা রাখা শাস্তির পাশাপাশি দুনিয়াতেও শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। আর তা হলো, যিনা ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা' (আবু দাউদ, হা/৪৯০২; তিরমিযী, হা/২৫১১)।

পিতা-মাতার খিদমতে যেমন রিযিক বাড়ে ঠিক তেমন পিতা-মাতার অবাধ্যতায় রিযিক কমে যায়। পিতা-মাতাকে কষ্ট দিলে তাদের মুখ থেকে যে 'উহ' শব্দ বের হয়, তারা মুখ বুজে তাদের বুকে পাথর চাপা দিয়ে যে কষ্টকে লুকিয়ে রাখেন, সেই কষ্ট ও উহ্ শব্দই সরাসরি আরশে পৌঁছে যায়।

এমনকি অতি পরহেযগার অতি ইবাদতগুযার হওয়ার পরও শুধুমাত্র পিতা-মাতার অন্তর থেকে বের হওয়া বদদু'আর কারণে আপনার জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বনী ইসরাঈলের জুরাইজের ঘটনা। জুরাইজ অনেক ইবাদতগুযার ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিল। তার গীর্জায় বসে সে আল্লাহ্ ইবাদতে মগ্ন থাকত। তার মা তাকে পরপর তিন দিন ডাকতে এসে তাকে ছালাতরত অবস্থায় পায়। সে মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজের ছালাতেই মগ্ন থাকে।

তখন তার মা বদদু'আ করে বলে, 'হে আল্লাহ তার মৃত্যু দিয়ো না যতক্ষণ না সে পতিতালয়ের মহিলার মুখ না দেখে'। অতঃপর পতিতালয়ের একজন সুন্দরী মহিলা জুরাইজকে এসে খারাপ কাজের প্রস্তাব দেয়। জুরাইজ তাতে রাজী নাহলে সে পাশের একজন রাখালকে নিজের মায়ার জালে আটকে তার সাথে যিনায় লিপ্ত হয়। যখন তার বাচ্চা প্রসব হয় তখন সে বলে, এই বাচ্চা জুরাইজের। তার এই মন্তব্য শুনে মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে জুরাইজের ইবাদতঘর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। জুরাইজ তাদের জিজ্ঞেস করে কী কাহিনী? তারা বলে, তুমি এই মেয়ের সাথে যিনা করে এই বাচ্চার জন্ম দিয়েছ। জুরাইজ বলল, বাচ্চাটি কোথায়? বাচ্চাটিকে আনা হলে জুরাইজ ছালাতের জন্য সময় চাইল। অতঃপর ছালাত আদায় করে এসে সে বাচ্চাটির পেটে আঘাত দিয়ে বলল, এই বাচ্চা বলো, তোমার পিতা কে? বাচ্চাটি বলল, উমুক রাখাল। জনগণ তখন জুরাইজের কাছে ক্ষমা চেয়ে পুনরায় তাকে তার ইবাদতঘর স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করে দিতে চাইল' (ছহীহ বুখারী, হা/১২০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫০)।

উক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়, অতি পরহেযগার হওয়ার পরও বাপ-মায়ের বদদু'আ কাজে লেগে যায়। তাই দুনিয়াবী শান্তি, সম্মান ও ধন-সম্পদে বরকতের জন্য পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও দু'আর কোনো বিকল্প নাই।

যিনা:

যে সমস্ত পাপে রিযিক কমে যায় বা রিযিকে বরকত থাকে না তার মধ্যে অন্যতম পাপ হচ্ছে যিনা। যেমনটা পূর্বের হাদীছে আমরা দেখেছি। যিনা মহা অপরাধ, যা মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করে দেয়। মহান আল্লাহর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে যখন তার কোনো বান্দা বা বান্দী যিনায় লিপ্ত হয়। মহান আল্লাহ সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সত্তা। যিনার ফলে মানুষের হক্ব নষ্ট করা হয়। নবজাতকের হক্ক নষ্ট করা হয়। পরিবারকে ধ্বংস করা হয়। সমাজকে কলুষিত করা হয়। এই জন্য প্রায় হাদীছেই রাসূল (সা.) বড় মহাপাপগুলোর মধ্যে যিনাকে গণ্য করেছেন।

মহান আল্লাহ যিনার শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। এমনকি তিনি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে গযব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন যিনা-ব্যভিচারের মহামারীর কারণে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মুহাজিরদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'পাঁচটি মন্দ কাজ এমন আছে যদি তোমরা তাতে জড়িয়ে পড়ো বা তা তোমাদের মধ্যে বাসা বাঁধে, তবে খুবই খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে। আমি আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, যেন এ পাঁচটি মন্দ কাজ তোমাদের মধ্যে জন্ম না নেয়।

(ক) ব্যভিচার যদি কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে এমন এমন রোগ দেখা দেবে, যা আগে ছিল না।

(খ) 'মাপে কম দেওয়া'। এ মন্দ কাজ যদি কোনো জাতির মধ্যে জন্ম নেয়, তবে তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

(গ) 'যাকাত না দেওয়া'। এ মন্দ কাজ যাদের মধ্যে দেখা দেয়, তাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। যদি সে অঞ্চলে পশু বা পাখি না থাকত, তবে আদৌ বৃষ্টি হত না।

(ঘ) 'আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা'। এ মন্দ কাজ যখন সমাজে দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর অমুসলিমদের আধিপত্য চাপিয়ে দেন। আধিপত্যবাদীরা তখন মুসলমানদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়।

(ঙ) 'কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালানো'। যদি মুসলমান শাসকরা আল্লাহ্ কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালায়, তবে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দেন।

তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে সন্ত্রাস ও খুন-খারাবি শুরু হয়ে যায়' (বায়হাক্বী, ইবনে মাজাহ, হা/৪০১৯)।

বনী ইসরাঈলের কিছু বর্ণনা আছে যাতে বলা হয়েছে, 'মহান আল্লাহ হচ্ছেন অহংকারীদের ধ্বংসকারী ও যিনাকারীদের ফক্বীরকারী'। তথা মহান আল্লাহ্ এটা বৈশিষ্ট্য যে, তিনি অহংকারীদের ধ্বংস করে দেন এবং যিনাকারীদের দরিদ্র ও ফক্বীর করে দেন।

সূদ:

পৃথিবীতে সম্পদ কমার অন্যতম কারণ হচ্ছে সূদ। সূদের কারণে অবশ্যই সম্পদ কমবে। সূদ গ্রহণ করলে ফক্বীর হতেই হবে। আজ হোক অথবা কাল হোক।

সূদ গ্রহীতা নিজে ফক্বীর হোক অথবা তার সন্তান-সন্ততি বা তার পৌত্র-প্রপৌত্র কোনো না কোনো এক জেনারেশন সূদের কারণে আল্লাহর গযবে ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে ফক্বীর হতে বাধ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'মহান আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন। আর মহান আল্লাহ কোনো নাফরমান পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না' (বাক্বারাহ, ২৭৬)।

তিনি আরও বলেন, 'তোমরা যদি সূদ পরিহার না কর, তাহলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও' (বাক্বারাহ, ২৭৯)।

অপচয়:

আপনি অন্য কারও টাকায় জীবনযাপন করেন। ছাত্র মানুষ। স্বভাবতই আপনাকে হিসাব করে চলতে হয়। অপচয় করার কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে টাকা বেশি হলেই কেন অপচয় করা শুরু করেন? আপনি কি ভুলে যান, আপনার মানিব্যাগে যে টাকা আছে সে টাকা মহান আল্লাহর? আপনার ব্যাংকে যে টাকা আছে সে টাকার মূল মালিক মহান আল্লাহ। তিনি আপনাকে দয়া করে দিয়েছেন। এটাও অন্যের দেওয়া টাকা। তাই হিসাব করে খরচ করুন! অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় খরচ

মহান আল্লাহর ক্রোধের কারণ। তিনি বলেন, 'আর অপচয় করো না! নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই' (ইসরা, ২৬-২৭)।

তিনি আরও বলেন, 'তোমরা খাও এবং পান করো! অপচয় করো না। নিশ্চয় মহান আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না' (আ'রাফ, ৩১)।

মহান আল্লাহ উক্ত দুটি আয়াতে অপচয়ের জন্য দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রথম আয়াতে 'তাবযীর' ও দ্বিতীয় আয়াতে 'ইসরাফ'। আপনি শপিংয়ে গেছেন। আপনার একটি শার্টের প্রয়োজন। আপনি একটি শার্টের পরিবর্তে ২০টি শার্ট কিনলেন কেবলমাত্র আপনার সামর্থ্য আছে বলে। অবশ্যই শার্ট আপনার কাজে লাগবে, আপনি সেগুলো পরতে পারবেন, ব্যবহার করতে পারবেন, তাই বলে ২০টি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই খরচকে বলে 'ইসরাফ'।

অন্যদিকে আপনি এমন কিছু কিনছেন যার কোনো প্রয়োজন নাই। কোনো কাজেই লাগবে না। যেমন স্বর্ণের পুতুল, মার্বেল পাথরের হরিণ। শুধু শোকেজে সাজিয়ে রাখার জন্য এগুলো কিনেছেন। এগুলো আপনার কোনো কাজেই আসবে না। ভিডিও গেম, হিন্দুদের পূজার মণ্ডপ সাজানো, হোলিতে রং ছিটানো, দিওয়ালীতে আলোকসজ্জা, হাজার হাজার টাকার পটকা ফুটানো, শহীদ মিনার সাজানো, শহীদ মিনারে লক্ষ-কোটি টাকার ফুল দেওয়া, রাস্তা-ঘাটে মূর্তি গড়ে তোলা সবই অনর্থক খরচের অন্তর্ভুক্ত। এটাকেই বলে তাবযীর। তাবযীরকারীকে মহান আল্লাহ শয়তানের ভাই বলেছেন। কেননা এই টাকা আপনি এই কাজে খরচ না করে গরীব-দুঃখী আত্মীয়-স্বজনকে দিতে পারতেন। তাদেরকে না দিয়ে অনর্থক কাজে ব্যয় করে আপনি তাদের হক নষ্ট করলেন। হয়তো আপনার টাকাটা পেলে কত মানুষের কত সন্ধ্যার খাবারের ব্যবস্থা হত, কত মানুষ নতুন জীবন ফিরে পেত তার ইয়ত্তা নাই। আপনি সবদিক থেকে শয়তানকে খুশি করলেন। এই জন্য মহান আল্লাহ সরাসরি শয়তানের ভাই বলেছেন।

নে'মতের অবমূল্যায়ন:

আপনি কোনো ধনী ব্যক্তিকে আপনার সাধ্য অনুযায়ী কিছু উপহার দিলেন। উপহারটা কম দামী দেখে তিনি তা ফেলে দিলেন। আপনার কেমন লাগবে? আপনার সন্তানের হাত থেকে একটা চকলেট পড়ে গেল।

আপনি বড়লোকি ভাব দেখিয়ে চকলেটটি উঠালেন না। সন্তান উঠাতে গেলেও নিষেধ করলেন। আপনি কি জানেন, এই একটা চকলেট ক্রয় করার সাধ্য আপনার ছিল না যদি মহান আল্লাহ না চাইতেন। তাঁর দয়াতেই আপনি এই চকলেটটি আপনার সন্তানের জন্য কিনতে পেরেছেন। দুনিয়াতে এই রকম লাখো মানুষ আছে যাদের কাছে এই একটি চকলেটই জীবন বাঁচানোর সম্বল হতে পারত। সিরিয়া যান! অতদূর যাওয়ার দরকার নাই, ঘরের পাশের রোহিঙ্গাদের কাছে যান! তাও সাধ্য না হলে ঢাকার ডাস্টবিন ও ফুটপাথগুলোতে দৃষ্টি দিন! আপনাদের ফেলা জিনিসগুলো একদল মানুষ কুকুরের সাথে মিলে অনুসন্ধান করছে। হায়! নে'মতের অবমূল্যায়ন করা মূলত অকৃতজ্ঞতা। অকৃতজ্ঞতা এক প্রকার অহংকার। রাসূল (সা.) বলেন, যদি তোমাদের কারও নিকট থেকে লোকুমা পড়ে যায় তাহলে সে যেন লোকুমাতে লেগে থাকা ময়লা দূর করত তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য না ছাড়ে। যখন তোমাদের কেউ খাওয়া থেকে ফারেগ হয় তখন সে যেন আঙ্গুল চেটে খায়, কেননা সে জানে না কোন খাদ্যে বরকত আছে' (মুসলিম, হা/২০৩৩)।

ভাতের একটা দানা পড়ে গেলেও তা উঠিয়ে নেওয়া উচিত। এই একটা দানার পিছনে দুনিয়ার কত মানুষের পরিশ্রম আছে।

আল্লাহর জমি, তাঁর সূর্যের আলো-বাতাস, একজন কৃষকের কয়েক মাসের মাথার ঘাম পায়ে ফেলানো পরিশ্রম, তারপর মহিলাদের কঠোর পরিশ্রমে খরা রৌদ্রে ধানগুলো সিদ্ধ করা, সেখান থেকে মেশিনের সাহায্যে চাল করে। সেই চাল ময়লা থেকে ঝেড়ে আলাদা করে বাজারে নিয়ে আসা। টাকা দিয়ে ক্রয় করে বাড়িতে এনে গ্যাস-খড়ি পুড়িয়ে জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করে আপনার প্লেটে দেওয়া হয়েছে। অবমূল্যায়ন করবেন না। নে'মতের অবমূল্যায়ন করা হলে মহান আল্লাহ নেয়া'মত ছিনিয়ে নিতে পারেন।

ফক্কীর-মিসকীনকে গলা ধাক্কা:

মহান আল্লাহ সূরা দোহায় আমাদের রাসূলকে সর্তক করত বলেন, মহান আল্লাহ কি আপনাকে দরিদ্র পাননি? অতঃপর ধনী করে দিয়েছেন। অতএব আপনি ভিক্ষুককে গলা ধাক্কা দিবেন না। এই সূরায় মহান আল্লাহ সর্তক করে দিয়েছেন আমিই আপনাকে ধনী করে দিয়েছি। অতএব দরিদ্র ব্যক্তিদের গলা ধাক্কা দিবেন না। আমি চাইলে আবার আপনাকে দরিদ্র করে দিতে পারি। প্রতিটি ফক্কীর আপনার জন্য পরীক্ষা। প্রতিটি দরিদ্র ব্যক্তি, যে আপনার সাহায্য চাচ্ছে আপনার জন্য পরীক্ষা। মহান আল্লাহ দেখতে চান আপনি আল্লাহর এই দরিদ্র বান্দাদের আল্লাহ প্রদত্ত নেয়া'মত থেকে কিছু দিচ্ছেন না, গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছেন।

কেউ যদি আপনার কাছে হাত পাতে তাহলে আপনার এটা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নাই যে সে সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে। কেননা ভিক্ষুক সত্য বলছে না মিথ্যা এটা তার পরীক্ষা। এটার হিসাব সে দিবে আল্লাহর দরবারে। আর আমাদের জন্য পরীক্ষা হচ্ছে তাকে দিয়ে দেওয়া। তাই আসুন! যেই হাত পাতুক না কেন তাকে ফিরিয়ে না দেই।

অহংকার:

অহংকার পতনের মূল। অহংকার মহান আল্লাহর চাদর। যে আল্লাহর চাদর নিয়ে ছিনিমিনি খেলে মহান আল্লাহ তাকে বরদাশত করেন না।

মূসা (আ.) -এর যুগে ক্বারূনের কাহিনী মহান আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। কারূনের ধনভান্ডারের চাবি বহন করার জন্য একদল লোক লাগত। সে তার সম্পদের দাপটে অহংকার করেছিল। মহান আল্লাহ তাকে তার ধন-সম্পদসহ জমিতে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন (কাছাছ, ৭৯-৮১)।

পৃথিবীতে টাকার বলে যারা অহংকার করে তাদের শিক্ষার জন্য ক্বারূনের কাহিনীই যথেষ্ট। দাউদ ও সুলায়মান (আ.)-কেও মহান আল্লাহ অঢেল রাজত্ব ও সম্পদ দিয়েছিলেন, যা দুনিয়াতে কাউকে দেননি। তাদেরকে মহান আল্লাহ যত দিয়েছেন তারা তত মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে। তারা তত নম্র হয়েছে। তত বেশি ইবাদত করেছে। তত মহান আল্লাহর দরবারে নত হয়েছে। এটাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয়। আমাদের সমাজে মানুষের একটু টাকা বেশি হলে অহংকারের শেষ থাকে না। তার

এই অহংকারই তাকে আবার দরিদ্র করে দেয়। মূলত যারা টাকা বেশি হলে অহংকার করে, তাদের ধনী হওয়া ডিজার্ভ করে না। এই জন্যই তারা অহংকারের ফলে আবার ধ্বংস হয়ে যায়।

গরীব গৌরবী:
আপনি একজন রিকশাচালক। দিনে তিনশ' টাকা ইনকাম করেন। অথচ আপনার চালচলন, হাবভাবে অতি বাড়াবাড়ির শেষ নাই। অহংকার করা মহাপাপ। আর যেখানে আপনার চলার সামর্থ্য নাই সেখানে আপনি কিসের ভিত্তিতে অহংকার করছেন। আপনি কেন বাজার থেকে বড় ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন অথচ আপনার সামর্থ্য নাই। আপনি কেন স্ত্রীর জন্য দামী শাড়ি কিনছেন। গরীর গৌরবী দরিদ্রতার অন্যতম কারণ। পাশের বাড়ির লোকের সাথে আপনাকে পাল্লা দিতে হবে। আপনার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে সমাজের স্ট্যাটাস রক্ষা করতে হবে তাই বিবেকহীনতা ও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়ে নিজের টাকা ধ্বংস কর স্ট্যাটাস রক্ষা করতেছেন? মহান আল্লাহ তিন শ্রেণির ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের মাঠে কথা বলবেন না। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গরীব গৌরবী (মুসলিম, হা/৩০৯)।

যে চৌদ্দ আমলে রিজিক বাড়ে

প্রথম আমল: তাকওয়া ও তাওয়াক্কুল অবলম্বন করা
আল্লাহর ভয় তথা তাকওয়া অবলম্বন করা, তাঁর নির্দেশাবলি পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা। পাশাপাশি আল্লাহর ওপর অটল আস্থা রাখা, তাওয়াক্কুল করা এবং রিজিক তালাশে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। কারণ, যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,
'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' (সূরা আত-তালাক, আয়াত: ২-৩)

অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং আনুগত্য দেখাবে, আল্লাহ তার সকল সংকট দূর করে দেবেন এবং তার কল্পনাতীত স্থান থেকে রিজিকের সংস্থান করে দেবেন। আর যে কেউ তার উদ্দেশ্য হাসিলে একমাত্র আল্লাহর শরণাপন্ন হয় তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

দ্বিতীয় আমল: তাওবা ও ইস্তেগফার করা

অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার এবং বেশি বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও রিজিক বাড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্যতম নবী ও রাসূল নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা তুলে ধরে ইরশাদ করেন,

'আর বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল'। (তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে) 'তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, 'আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা'। (সূরা নূহ, আয়াত: ১০-১২)

হাদীসে বিষয়টি আরেকটু খোলাসা করে বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের সংস্থান করে দেবেন।' [আবূ দাউদ: ১৫২০; ইবন মাজা: ৩৮১৯; তাবরানী: ৬২৯১]

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন।' [বাইহাকী: ৬৩৬; হাকেম, মুস্তাদরাক: ৭৬৭৭ সহীহ সূত্রে বর্ণিত।]

তৃতীয় আমল: আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা

আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের হক আদায়ের মাধ্যমেও রিজিক বাড়ে। যেমন: আনাস ইবন মালেক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন,
'যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিজিক প্রশস্ত করে দেওয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।' [বুখারী: ৫৯৮৫; মুসলিম: ৪৬৩৯]

চতূর্থ আমল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পড়া
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠেও রিজিকে প্রশস্ততা আসে। যেমনটি অনুমিত হয় নিম্নোক্ত হাদীস থেকে। তোফায়েল ইবন উবাই ইবন কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার প্রতি অধিকহারে দরূদ পড়তে চাই, অতএব আমার দু'আর মধ্যে আপনার দরূদের জন্য কতটুকু অংশ রাখব? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। কা'ব বলেন, আমি বললাম, এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে যদি তুমি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে তুমি যদি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম হবে। কা'ব বলেন, আমি বললাম, তাহলে দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন, তুমি যতটুকু চাও। তবে তুমি যদি বেশি পড় তা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি বললাম, আমার দু'আর পুরোটা জুড়েই শুধু আপনার দরূদ রাখব। তিনি বললেন, তাহলে তা তোমার ঝামেলা ও প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। [তিরমিযী: ২৬৪৫; হাকেম, মুস্তাদরাক: ৭৬৭৭ (আবূ ঈসা বলেন, হাদীসটি 'হাসান' সহীহ।)]

পঞ্চম আমল: আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা
আল্লাহর রাস্তায় কেউ ব্যয় বা দান করলে তা বিফলে যায় না। সে সম্পদ ফুরায়ও না। বরং তা বাড়ে বৈ কি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,'বল, 'নিশ্চয় আমার রব তাঁর

বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযকদাতা।'

{সূরা আস-সাবা', আয়াত: ৩৯}

ষষ্ঠ আমল: বারবার হজ-উমরা করা

হজ ও উমরা পাপ মোচনের পাশাপাশি হজকারী ও উমরাকারীর অভাব-অনটন দূর করে এবং তার সম্পদ বাড়িয়ে দেয়। আবদুল্লাহ ইব মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা হজ ও উমরা পরপর করতে থাক, কেননা তা অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন দূর করে দেয় কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রুপার ময়লাকে।' [তিরমিযী: ৮১৫; নাসাঈ: ২৬৩১]

সপ্তম আমল: দুর্বলের প্রতি সদয় হওয়া বা সদাচার করা

মুস'আব ইবন সা'দ রাদিআল্লাহু আনহু যুদ্ধজয়ের পর মনে মনে কল্পনা করলেন, তিনি বোধ হয় তাঁর বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্য হেতু অন্যদের চেয়ে নিজেকে বেশি মর্যাদাবান। সেই প্রেক্ষিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের মধ্যে থাকা দুর্বলদের কারণে কেবল তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিজিক প্রদান করা হয়।' [বুখারী: ২৮৯৬]

অষ্টম আমল: ইবাদতের জন্য ঝঞ্ঝাটমুক্ত হওয়া

আল্লাহর ইবাদতের জন্য ঝামেলামুক্ত হলে এর মাধ্যমেও অভাব দূর হয় এবং প্রাচুর্য লাভ হয়। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান, আমার ইবাদতের জন্য তুমি ঝামেলামুক্ত হও, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার দারিদ্র ঘুচিয়ে দেব। আর যদি তা না কর, তবে তোমার হাত ব্যস্ততায় ভরে দেব এবং তোমার অভাব দূর করব না।' [তিরমিযী: ২৬৫৪; মুসনাদ আহমদ: ৮৬৮১; ইবন মাজাহ্: ৪১০৭]

নবম আমল: আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করা

আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে হিজরত তথা স্বদেশ ত্যাগ করলে এর মাধ্যমেও রিজিকে প্রশস্ততা ঘটে। যেমনটি অনুধাবিত হয় নিচের আয়াত থেকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে যমীনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০০}

আয়াতের ব্যাখ্যা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস প্রমুখ সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহুদ বলেন, স্বচ্ছলতা অর্থ রিজিকে প্রশস্ততা।

দশম আমল: আল্লাহর পথে জিহাদ

একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জিহাদেও সম্পদের ব্যপ্তি ঘটে। গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মাধ্যমে সংসারে প্রাচুর্য আসে। যেমন ইবন উমর রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আর আমার রিজিক রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে।' [মুসনাদ আহমদ: ৫৬৬৭; বাইহাকী ১১৫৪; শু'আবুল ঈমান: ১৯৭৮৩]

একাদশ আমল: আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা

সাধারণভাবে আল্লাহ যে রিজিক ও নিয়ামতরাজি দান করেছেন তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া করা এবং তাঁর স্তুতি গাওয়া। কারণ, শুকরিয়ার ফলে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন।' (সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ০৭}

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শুকরিয়ার বদৌলতে নেয়ামত বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। আর বলাবাহুল্য আল্লাহর বাড়ানোর কোনে পরিসীমা নাই।

দ্বাদশ আমল: বিয়ে করা

আজকাল মানুষের দুনিয়ার প্রাচুর্য ও বিলাসের প্রতি আসক্তি এত বেশি বেড়েছে, তারা প্রচুর অর্থ নেই এ যুক্তিতে প্রয়োজন সত্ত্বেও বিয়ে বিলম্বিত করার পক্ষে রায় দেন। তাদের কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে এ কথা যে বিয়ের মাধ্যমেও মানুষের সংসারে প্রাচুর্য আসে। কারণ, সংসারে নতুন যে কেউ যুক্ত হয়, সে তো তার জন্য বরাদ্দ রিজিক নিয়েই আসে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।' {সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২}
উমর ইবন খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহুমা বলতেন, ওই ব্যক্তির ব্যাপার বিস্ময়কর যে বিয়ের মধ্যে প্রাচুর্য খোঁজে না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ বলেছেন, 'তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।'

ত্রয়োদশ আমল: অভাবের সময় আল্লাহমুখী হওয়া এবং তার কাছে দু'আ করা
রিজিক অর্জনে এবং অভাব দূরীকরণে প্রয়োজন আল্লাহর কাছে দু'আ করা। কারণ, তিনি প্রার্থনা কবুল করেন। আর আল্লাহ তা'আলাই রিজিকদাতা এবং তিনি অসীম ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত : ৬০}

এ আয়াতে আল্লাহ দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন আর তিনি তা কবুলের জিম্মাদারি নিয়েছেন। যাবৎ না তা কবুলে পথে কোনো অন্তরায় না হয়। যেমন ওয়াজিব তরক করা, হারাম কাজে জড়ানো, হারাম আহার গ্রহণ বা হারাপ পরিচ্ছদ পরা ইত্যাদি এবং কবুলকে খানিক বিলম্বিতকরণ। আল্লাহর কাছে দু'আয় বলা যেতে পারে,

'হে রিজিকদাতা আমাকে রিজিক দান করুন, আপনি সর্বোত্তম রিজিকদাতা। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে পবিত্র সুপ্রশস্ত রিজিক চাই। হে ওই সত্তা, দানের ঢল সত্ত্বেও যার ভাণ্ডারে কমতি হয় না। হে আল্লাহ, আমাকে আপনি আপনার হালাল দিয়ে আপনার হারাম থেকে যথেষ্ট করে দিন আর আপনার দয়া দিয়ে আপনি ছাড়া অন্যদের থেকে

যথেষ্ট হয়ে যান। হে আল্লাহ আপনি আমাকে যে রিজিক দিয়েছেন তা দিয়েই সন্তুষ্ট বানিয়ে দিন। আর যা আমাকে দিয়েছেন তাতে বরকত দিন।'

অভাবকালে মানুষের কাছে হাত না পেতে আল্লাহর শরণাপন্ন হলে এবং তাঁর কাছেই প্রাচুর্য চাইলে অবশ্যই তার অভাব মোচন হবে এবং রিজিক বাড়ানো হবে। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়, অতপর তা সে মানুষের কাছে সোপর্দ করে (অভাব দূরিকরণে মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়), তার অভাব মোচন করা হয় না। পক্ষান্তরে যে অভাবে পতিত হয়ে এর প্রতিকারে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হয় তবে অনিতবিলম্বে আল্লাহ তাকে তরিৎ বা ধীর রিজিক দেবেন। [তিরমিযী: ২৮৯৬; মুসনাদ আহমদ: ৪২১৮]

চতুর্দশ আমল: গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর দীনের ওপর সদা অটল থাকা এবং নেকীর কাজ করে যাওয়া।

গুনাহ ত্যাগ করা, আল্লাহর দীনের ওপর অটল থাকা এবং নেকীর কাজ করা- এসবের মাধ্যমেও রিজিকের রাস্তা প্রশস্ত হয় যেমন পূর্বোক্ত আয়াতগুলো থেকে অনুমান করা যায়।

তবে সর্বোপরি আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা দুনিয়াতে চিরদিন থাকার জন্য আসি নি। তাই দুনিয়াকে প্রাধান্য না দিয়ে উচিত হবে আখিরাতকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়া। আমাদের এদেন অবস্থা দেখে আল্লাহ তা'আলা বলেন,'বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী।' (সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৬-১৭}

আর পরকালের মুক্তি ও চিরশান্তিই যার প্রধান লক্ষ্য তার উচিত হবে রিজিকের জন্য হাহাকার না করে অল্পে তুষ্ট হতে চেষ্টা করা। যেমন: হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আ'স রাদিআল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ওই ব্যক্তি প্রকৃত সফল যে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর তাকে জীবন ধারণে (অভাবও নয়; বিলাসও নয়) পর্যাপ্ত পরিমাণ রিজিক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তুষ্টও করেছেন। [মুসলিম: ২৪৭৩; তিরমিযী: ২৩৪৮; আহমদ: ৬৫৭২]

রিযিকের জন্য কিছু দুআ

রিযিক অর্জনে এবং অভাব দূরীকরণে আল্লাহর কাছে দু'আ করা উচিত। কারণ তিনি প্রার্থনা কবুল করেন। আর আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা এবং তিনি অসীম ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব' (মুমিন, ৬০)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়, অতঃপর তা সে মানুষের কাছে সোর্পদ করে (অভাব দূরীকরণে মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়), তার অভাব মোচন করা হয় না। পক্ষান্তরে অভাবে পতিত হয়ে এর প্রতিকারে আল্লাহ্ ওপর নির্ভরশীল হয় তবে অনিতবিলম্বে আল্লাহ তাকে প্রাচুর্য্য দিবেন ত্বরিত মৃত্যু ত্বরিত রিযিকের মাধ্যমে' (আবুদাউদ, হা/১৬৪৭)। তিরমিযীর সনদে আছে ত্বরিত রিযিক বা ধীর রিযিকের মাধ্যমে (তিরমিযী, হা/২৮৯৬)।

রাসূল (সা.) রিযিকের জন্য কিছু দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন। নিম্নে তা পেশ করা হলো:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

অর্থ: 'হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট পবিত্র রিযিকু, উপকারী জ্ঞান ও মাকুকূল আমল চাই' (শু'আবুল ঈমান, হা/১৭৮২)।

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আপনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক। আপনি আরশে আযীম ও আমাদের প্রতিপালক। আপনি সবকিছুর প্রতিপালক। আপনি বীজদানা বিদীর্ণকারী এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণকারী। আমি আপনার নিকট প্রত্যেক অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণ চাই, যার রশি আপনার হাতে। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম। আপনার পূর্বে কিছুই নাই। আপনিই শেষ। আপনার পরেও কিছুই নাই এবং আপনি প্রকাশ্য। আপনার উপরে কিছুই নাই। আপনি গোপন। আপনার নিচে কিছুই নাই। আপনি আমার ঋণ দূর করে দিন এবং আমাকে দরিদ্রতা থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিন' (মুসলিম, হা/৭০৬৪)।

اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ..

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট থেকে দরিদ্রতা, স্বল্পতা ও অপমান থেকে পরিত্রাণ চাই। আর আপনার নিকট পরিত্রাণ চাই যুলুম করা হতে এবং অত্যাচারিত হওয়া থেকে' (আবুদাউদ, হা/১৫৪৬)।

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي رِزْقِي .

অর্থ: 'হে আল্লাহ আপনি আমার রূযীতে বরকত দান করুন!' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৫৮৯)।

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থ: 'হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য আপনার হালাল রিযিক যথেষ্ট করে দিন এবং আপনার দয়া দিয়ে আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি দিন!' (তিরমিযী, হা/৩৫৬৩)।

References

১. যে চৌদ্দ আমলে রিজিক বাড়ে, আলী হাসান তৈয়ব, সম্পাদনা আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া।

২. রিযিক আল্লাহর হাতে, মুহাম্মদ জাহেদুল আহছান তারেক।

৩. রিযিক্ব, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক।

৪. বরকতময় জীবন লাভের উপায়, মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন, মাসিক আল কাউসার।

৫. জীবিকা থেকে বরকত দূরীভূত হওয়ার কারণ, ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মাসিক আত- তাহরীক।